গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে গ্রেফতার দেওর

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভগবানপুর ঃ অতিরিক্ত পণের দাবিতে লাগাতার অত্যাচার চালিয়েও দাবি পূরণ না হওয়ায় এক গৃহবধূর গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে পুরিয়ে মারার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দেওরকে গ্রেফতার করল পুলিশ। এর আগে মৃতার স্বামীকে গ্রেফতার করেছে ভগবানপুর থানার পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই আরও ৬ জন অভিযুক্ত লুকিয়ে বেড়াচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন গৌরাঙ্গ বেরাকে গ্রেফতার করল পুলিশ।

ধৃতকে রবিবার কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করা হলে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনার বিবরণ, ভগবানপুর থানার টেঠিবাড়ি গ্রামে গুরুপদ বেরার মেয়ে ছবির সাথে আবাসবেড়িয়া গ্রামের নিতাই বেরার বিয়ে হয়। গুরুপদবাবু অভিযোগ করেছেন, এরপর থেকেই জামাই নিতাই তার বাড়ির লোকেদের একের পর এক দাবিদাওয়া বাড়তে থাকে। দাবি পূরণ না হওয়ায় তাঁর মেয়ের উপরে অত্যাচার চালাতো শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। এই নিয়ে কয়েকবার এলাকাবাসীদের উপস্থিতিতে সালিশি সভাও হয়। অভিযোগ, প্রতিবার সালিশি সভায় আর অত্যাচার না করার প্রতিশ্রুতি দিলেও কয়েকদিন পর থেকেই শুরু হত অত্যাচার। এর প্রতিবাদ করায় গত ২৭ তারিখ ছবির(২৫) গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয় শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। স্থানীয়রা এই গৃহবধূকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। সেখানে ছবিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা।

এর পরেই জামাই নিতাই বেরা সহ তার পরিবারের বাকি সদস্যদের বিরুদ্ধে ভগবানপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন গুরুপদবাবু। পুলিশ নিতাই বেরাকে গ্রেফতার করলেও বাকি অভিযুক্তরা আত্মগোপন করেছিল। বর্তমানে নিতাই কাঁথি উপসংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দি।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনা উপেক্ষা করেই আরও উন্নত পরিষেবা দিতে ১০ দফা কর্মসূচি গ্রহণ বলাগেড়িয়া ব্যাঙ্কের

নিখিলেশ দাস, সাতমাইল ঃ দেশের স্বাধীনতা লাভের আগে থেকে গ্রামীণ মানুষের অর্থনৈতিক বিকাশে কাজ করে আসা সমবায় ব্যবস্থার প্রতি কেন্দ্র সরকারের লাগাতার বিমাতৃসুলভ আচরণের মধ্যেও সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষদের আর্থিক উন্নয়নে আরও উন্নত পরিষেবা দিতে ১০ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করল বলাগেড়িয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। রবিবার সাতমাইল হাইস্কুলে বলাগেড়িয়া ব্যাঙ্কের ৮৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সমবায়ের পতাকা উত্তোলন করে বার্ষিক সম্মেলনের সূচনা করেন বলাগেড়িয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান তথা এগরার বিধায়ক সমরেশ দাস। অন্যান্যদের মধ্যে

ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান সত্যজিৎ ধাড়া, বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্স বিকাশ বেজ, দেবব্রত দাস, শ্রীপতি মিশ্র, স্বপন পয়ড্যা, সম্পাদক তপন প্রধান, এজিএম অনুপ দাস প্রমুখ। বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে ব্যাঙ্কের সভাপতি তথা বিধায়ক সমরেশ দাস বলেন, দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির বহু আগে থেকেই ভারতের গ্রামীণ এলাকার মানুষেরত আর্থিক বিকাশের সমবায় ব্যবস্থা যে কাজ করত এবং সেই প্রক্রিয়া যে এখনও নিরন্তরভাবে চলছে নিজেদের ৮৫তম বার্ষিক সভাই তার অন্যতম উদাহরণ। বলেন, এরপরেও দেশের স্বাধীনতার পরে সমবায়ের প্রতি লাগাতার খাঁড়া নেমে এসেছে। বিগত কয়েক বছরে সমবায়ের প্রতি কেন্দ্র সরকারের বিমাতৃ সুলভ আচরণ আরও বেড়েছে। তবে প্রতিকূলতার মধ্যেও গ্রামীণ অর্থনৈতিক বিকাশের কাজ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সমবায়ীরা। সেই সামাজিক কর্তব্য পূরণে বলাগেড়িয়া ব্যাঙ্কও পিছিয়ে থাকবে না বলে ঘোষণা করেন সভাপতি তথা বিধায়ক সমরেশ দাস। তিনি বলেন, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাহকদের আরও উন্নত পরিষেবা প্রদান করবে বলাগেড়িয়া ব্যাঙ্ক। জানা গেছে, এটিএম পরিষেবা চালু, কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিককালে চালু করা কর ব্যবস্থা জিএসটি সম্পর্কে ব্যাঙ্কের সমস্ত কর্মীকে সচেতন করতে তাঁদের নিয়ে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, লোন প্রক্রিয়াকে আরও সরল করতে প্রযুক্তির ব্যবহার বিভিন্ন মোট ১০ দফা প্রকল্প গ্রহণ করেছেন বার্ষিক সভায় হাজির প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি।

মমতার দেখানো পথেই জনসংযোগে প্রবোধ সিনহা

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ দীর্ঘ চার দশকের সম্পর্কে ছিন্ন করে বামফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে আসার পর রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথেই জনসংযোগ বাড়ানোর উপর জোর দিলেন প্রবোধ সিনহা। রাজ্যের বিগত বাম সরকারের প্রাক্তন পরিষদীয় ও আবগারী মন্ত্রী প্রবোধ সিনহা'র দল ডেমোক্রেটিক সোস্যালিস্ট পার্টি রবিবার এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। খ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের সাহায্যার্থে এগরার পানিপারুল বাসস্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত এই রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন প্রবোধ সিনহা। অনুষ্ঠানে দলের রাজ্য সহ-সভাপতি মামুদ হোসেন, রাজ্য সম্পাদক নজরুল ইসলাম, পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা সম্পাদক হৃষিকেশ পয়ড্যা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শিবিরের উদ্বোধন করে প্রবোধ সিনহা বলেন, রক্তদান একটি মহৎ কাজ। বলেন, রক্তদানের মাধ্যমেই মানুষের পাশে

দাঁড়ানো যায়। তিনি আরও বলেন, শুধু পানিপারুল বাসস্ট্যান্ড নয় আগামী দিনে সমগ্র পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে বিভিন্ন এলাকায় এই ধরণের সমাজসেবামূলক কর্মসূচীর আয়োজন করবে তাঁর দল ডেমোক্রেটিক সোস্যালিস্ট পার্টি। উল্লেখ্য, বুহত্তর রাজনৈতিক কারণে গত কয়েক মাস আগে দীর্ঘ প্রায় চার দশকের সম্পর্ক ছেড়ে বামফ্রন্ট থেকে তাঁর দল ডেমোক্রেটিক সোস্যালিস্ট পার্টি বেরিয়ে আসার কথা ঘোষণা করেন প্রাক্তন মন্ত্রী প্রবোধ সিনহা।

আপাতত একলা চলার পাশাপাশি নিজেদের সংগঠন বাড়ানোর উপরে জোর দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন প্রবোধ সিনহা। তারপরেই এই রক্তদান কর্মসূচীর মাধ্যমে জনসংযোগের নামল ডিএসপি। আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বিগত কয়েক মাস ধরে জনসংযোগ বাড়াতে রাজ্যের সকল থানাতেই রক্তদান শিবির করেছে পুলিশ।

একই কারণে শাসকদল তৃণমূলও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে। জানা গেছে, এদিনের শিবিরে ৫০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

চন্দ্রকোনায় চিকিৎসকের গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ

অসীম বেরা, চন্দ্রকোণা ঃ লাইগেশন করতে গিয়ে চিকিৎসকের গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ উঠল চন্দ্রকোনা টাউন হাসপাতালে। তারিখ দিয়ে তার একদিন আগেই তড়িঘড়ি অপারেশন করতে গিয়ে প্রসূতির মৃত্যু বলে অভিযোগ উঠল। সোমবার চন্দ্রকোনা পলসা গ্রামের বাসিন্দা রাধাকিশোর দোলই-এর স্ত্রী দেবশ্রী দোলই (২৩) প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তির জন্য চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে আনার পথে রাস্তায় গাড়িতেই কন্যা সন্তান প্রসব হয়। বৃহস্পতিবার ভর্তি করা হয় চন্দ্রকোনা হাসপাতালে। দেবশ্রীদেবীর লাইগেশনের জন্য হাসপাতালে জানায় পরিবার। সোমবার লাইগেশন করা হবে মৃতের পরিবারকে জানায় হাসপাতাল। পরিবারের অভিযোগ, তার আগেই শনিবার সন্ধ্যায় মৃতার লাইগেশন করেন হাসপাতালে বিএমওএইচ ডাঃ গোপালচন্দ্র দে। দেবশ্রীদেবীর সাথে থাকা তার মা নমিতা দোলই আপত্তি জানালে অভিযুক্ত ডাঃ গোপালচন্দ্র দে কোনও কথা না শুনেই মৃত দেবশ্রীকে অপারেশন টেবিলে নিয়ে যান। অপারেশন টেবিল থেকে রোগীকে বের করার পরই অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ মারা যায় দেবশ্রীদেবী। ঘটনার খবরে হাসপাতালে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। চন্দ্রকোনা থানার তরফে মোতায়েন করা হয় পুলিশ। রোগীর বাড়ির লোকজন হাসপাতাল চত্বরে জড়ো হয়ে অভিযুক্ত চিকিৎসকের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভও দেখান। মৃতদেহ হাসপাতাল থেকে বের করতে বাধা দেন মৃতার পরিবার। অবশেষে রাত্রি তিনটে নাগাদ হাসপাতালের পেছনের গেট দিয়ে মৃতদেহ বের করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। মৃতের বাপের বাড়ির তরফে অভিযুক্ত ডাক্তারের বিরুদ্ধে চন্দ্রকোনা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তদন্তে নেমেছে চন্দ্রকোনা থানার পুলিশ। থমথমে হাসপাতাল চত্বর।

রবিবার রামনগর ১নং ব্লকের বসন্তপুর অঞ্চলে দুর্গাপুরে দলীয় পার্টি অফিসের উদ্বোধন করেন রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি। অন্যান্যদের মধ্যে স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিতাইচরণ সার, কর্মাধ্যক্ষ খালেক কাজী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

হলদিয়া পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুধাংশু মণ্ডল

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হলদিয়া পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হচ্ছেন সুধাংশু মণ্ডল। হলদিয়া পৌরসভার তিনি ৬নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার। শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠক করে দলগতভাবে সুধাংশুবাবুকে ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে বেছে নেবার কথা ঘোষণা করেন তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী। প্রসঙ্গত পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শিল্প শহরের পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে আগেই ২৫নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শ্যামল আদককে বসিয়েছে তৃণমূল। ভাইস চেয়ারম্যান ছাড়াও পৌরসভার চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল পদে ৬ জন কাউন্সিলারের নাম ঘোষণা করেছেন সাংসদ। এই ৬ জন হলেন ১২নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আজগার আলি, ১৫ নং ওয়ার্ডের সেখ আজিজুল রহমান, ১০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নারায়ণ প্রামাণিক, ৫ নং ওয়ার্ডের জয়ন্তী রায়, ৩ নং ওয়ার্ডের স্বপন নস্কর ও ২৬ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিকাশ জানা। আজ সোমবার নব নির্বাচিত বোর্ডের প্রথম বৈঠকে ভাইস চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিলারদের সরকারিভাবে দ্বায়িত্বভার তুলে দেওয়া হবে। তমলুকের সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী আরও জানিয়েছেন, স্থানীয় মানুষের নিত্যদিনের সমস্যা ও শিল্প পরিকাঠামোর মান উন্নয়নকে সামনে রেখে প্রাথমিকভাবে বাড়ি বাড়ি জল, উন্নত জল নিকাষি ব্যবস্থা ও উন্নত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উপরে জোর দেবে হলদিয়া পৌরসভার তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড।

যেন কেঁচো খুঁড়তে কেউটে!

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিনপুর ঃ এ যেন কেঁচো খুঁড়তে কেউটে পাওয়া। বুড়িশোলের জঙ্গলে মৃতদেহের তদন্তে পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের চরম ব্যর্থতার ছবি উঠে আসে। জানা যায়, বিনপুর থানার এরগদা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা জগৎ মুর্মুর মেয়ে শ্রীমতা মুর্মুর সাথে বিয়ে হয় ঝাড়গ্রাম থানার চন্দ্রীর বাসিন্দা লাল্টু হেমব্রমের। কিন্তু শিক্ষিতা শ্রীমতার সাথে বনিবনা না হওয়ায় বিয়ে ভেঙে দেয় সে। মেয়ের তরফে বিয়ে ভাঙার বিষয়টি সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। এলাকার মাতব্বরদের হাত করে মেয়েটির পরিবারকে হুমকি দিতে থাকে এমনকি পরিবারটিকে একলক্ষ টাকা জরিমানা ও একঘরে করে দেবার হুমকিও দেওয়া হয়। এরপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন জগৎ মুর্মু। গত বুধবার মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে মারা যান তিনি। কিন্তু আতঙ্কে মৃতদেহ নিয়ে এসে গ্রামে সৎকার করতে ভয় পান তাঁর পরিবার। তখন গভীর রাতে বুড়িশোলের জঙ্গলে এনে মৃতদেহ পুঁতে দেয় মা ও মেয়ে। বিনপুরের জয়েন্ট বিডিও-র কাছে রবিবার সমস্ত বিষয় জানান তাঁরা। এর আগে আতঙ্কে কিছু জানাননি এই পরিবারটি।

বর্তমানে তাঁরা বাড়ি ছেড়ে শ্রীমতার মামাবাড়িতে বসবাস করছেন। সমস্ত ঘটনা জানার পরে তদন্তের আশ্বাস দেন বিডিও। এলাকার মাতব্বরদের সোমবার থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছে।

হলদিয়ায় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত বন্দর কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ হলদিয়া বন্দরে কাজ শেষ করে সাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হল এক অস্থায়ী কর্মীর। মৃত মনোজ সিং (৩২)-এর বাড়ি বিহারে। হলদিয়া বন্দরে ক্রেন অপারেটরের কাজ করতেন মনোজ। জানা গেছে, হলদিয়ার তেঁতুলবেড়িয়ায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে পরিবারের সাথে থাকতেন। এদিন সকালে চিরঞ্জীবপুরের কাছে রেললাইন পারাপারের সময় হলদিয়া-পাঁশকুড়া লোকাল ট্রেনের সামনে পড়ে যান মনোজ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

কোলাঘাটে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে শিক্ষিকার মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ার বাসিন্দা এক শিক্ষিকার মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতা বাবলি রায় নামে কোলাঘাট হিরারাম হাইস্কুলের এই শিক্ষিকার পরিবারের দাবি, ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েই তাঁর অকাল প্রয়াণ হয়েছে। এই ঘটনা জানার পরেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরিবারের তরফে জানা গেছে, কয়েক দিন আগে অসুস্থ হয়ে পড়েন বাবলিদেবী। চিকিৎস্যকেরা জানান, এই শিক্ষিকা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত। তাঁকে চিকিৎসার জন্য তমলুকের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়।

সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় রবিবার কলকাতা নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় বাবলিদেবীর।

বাঘা যতীনের আত্মবলিদান দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দকুমার ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমারে রবিবার যথাযোগ্য মর্যাদায় বীর বিপ্লবী বাঘা যতীনের আত্মবলিদান দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। নন্দকুমার পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এদিন এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুকুমার বেরা সহ এলাকার অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা এই বিপ্লবীর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্য দান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পাশাপাশি তাঁর স্মৃতিচারণা করেন। প্রসঙ্গত, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কিছুদিন ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে নন্দকুমারে আত্মগোপন করে ছিলেন বাঘা যতীন।

চন্দ্রকোনায় বধূ নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার সিভিক ভলেনটিয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা ঃ এক বধূকে নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার সিভিক ভলেনটিয়ার। গ্রেফতার হওয়া সিভিক ভলেনটিয়ারের নাম সুমন মাউর। সে চন্দ্রকোনা থানায় সিভিক ভলেনটিয়ারের কাজ করতো। চন্দ্রকোনা থানার রামজীবনপুর পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ডের গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা সুমন মাউর। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, একই গ্রামে বসবাস বুল্টি মাউরের সাথে বছর খানেক আগে বিয়ে হয়েছিল সুমনবাবুর। বিয়ের পর থেকেই স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা না হওয়ায় মাঝে মাঝেই অশান্তি হতো দুজনের মধ্যে।

প্রশাসনের কাছে বারবার বলেও কাজ হয়নি, তাই এলাকার মানুষ নিজেরাই রাস্তা সংস্কারের কাজে নামলো

অসিত বেরা, ময়না ঃ ময়না থানার বলাইপণ্ড থেকে ছয় ফুকার পর্যন্ত প্রায় ৯ কিমি রাস্তার বেহাল অবস্থা। এর মধ্যে কুর্তনীয়াগড় থেকে রামদাসপুর খিয়া পর্যন্ত প্রায় ৩ কিমি রাস্তা লক্ষ্মীনারায়ণ ক্লাবের সদস্য এবং এলাকার মানুষ নিজেদেরই উদ্যোগে মেরামতির কাজ শুরু করেছেন। এই এলাকা ময়না থানার মগরা গ্রামের মধ্যে পড়ে। ৬ দিন ধরে ক্লাবের সদস্য এবং এলাকার মানুষ মিলে ইট এবং মোরাম দিয়ে রাস্তা সারাইয়ের কাজ করছে। মগরা গ্রামের বাসিন্দা স্বদেশরঞ্জন প্রধান জানান, প্রায় ৬ বছর ধরে এই রাস্তার অবস্থা বেহাল। ময়না থানার চন্ডীয়া নদির পাড় বরাবর এই রাস্তা বারবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও কোনো সুরাহা হয়নি। ময়নার বিধায়ক ডাঃ সংগ্রাম কুমার দোলই এবং সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী উভয়েই বলেছিলেন, ওনারা জিতলে এই এলাকায় প্রথম কাজ হবে এই নদীবাঁধ সংস্কার করা। কিন্তু দু'জনেই জিতে কারোই দেখা নেই ময়নার এই এলাকায়। তিনি বলেন, ভোটের আগে নেতারা বড়ো বড়ো কথা বলেন। কিন্তু ভোটে জেতার পর তাঁদের আর দেখা পাওয়া যায় না। আমরা এলাকার প্রধান পারুল দাসের কাছে বারবার সংস্কারের দাবি জানানোর পরে সাময়িকভাবে কাজ শুরু হয়েছিল। তাও বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। তাই আমরা অবশেষে সেই পড়ে থাকা মোরাম রাস্তার উপর দিয়ে সাময়িকভাবে সংস্কারের

কাজ শুরু করলেও পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। এতে তো আর সমস্যার সমাধান হতে পারে না। মগরা গ্রামের গৃহবধূ পুষ্প নায়েক জানান, রাস্তার অবস্থা এমনই খারাপ রোগী নিয়ে যেতে দোলনা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া কোনো বাড়িতে গর্ভাবতী মহিলা থাকলে আগে থেকে এই সব রোগীদের আত্মীয়বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে আমাদের জীবন কাটাতে হয়। স্থানীয় রামচক অঞ্চলের প্রধান পারুল দাস জানান, ওটা ইরিকেশনের জায়গা। আমরা যতটা পারি সংস্কার করার চেষ্টা করছি। আমরা ইরিকেশন দপ্তরকে বারবার বলেছি, যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই রাস্তার কাজ করার। আমাদের প্রধানের আর্থিক তহবিল থেকে এত বড় রাস্তা সংস্কার করার মতো অর্থ নেই।

এছাড়া তিনি বিধায়ককেও বলেছেন বলে দাবি করেছেন প্রধান। তার পরেও কোনো কাজ হয়নি। এবার তাই আর প্রশাসনের মুখ চেয়ে বসে না থেকে আগামী পুজো মরশুমের কথা মাথায় রেখে স্থানীয় এলাকাবাসী ও ক্লাবের সদস্যরা মিলে বেহাল রাস্তা সংস্কারের কাজে হাত লাগিয়েছি।